আনন্দবাজার পত্রিকা

২০ অগ্রহায়ণ ১৪২২ সোমবার ৭ ডিসেম্বর ২০১৫

লেদাপোকার হানা, ক্ষতির মুখে চাষিরা

কিংশুক গুপ্ত

৭ ডিসেম্বর, ২০১৫, ০১:৩৬:৫৩

লেদা পোকার আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সর্ষে চাষিরা। কৃষি দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, সবং ব্লকের ৭ নম্বর নারায়ণবাড় গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বিস্তীর্ণ সর্ষে খেতে সব থেকে বেশি লেদা পোকার আক্রমণ হচ্ছে। চাষিদের বক্তব্য, কীটনাশক প্রয়োগ করেও সুফল মিলছে না। চাষিদের একাংশের অভিযোগ, কৃষি দফতরে গিয়ে সব সময় সহযোগিতা মেলে না। কীভাবে পোকা দমন করা যাবে সে ব্যাপারে সরকারি স্তরে হেলদোল নেই। লেদাপোকার আক্রমণ ঠেকাতে অবশ্য বিনামূল্যে বেসরকারি স্তরে কর্মশালার আয়োজন করে চাষিদের পরামর্শ দিচ্ছেন পশ্চিম মেদিনীপুরের সেবাভারতী কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের বিজ্ঞানীরা। কেন্দ্রের ফসল সুরক্ষা বিজ্ঞানী অসীমকুমার মাইতির দাবি, ‘‘বছরের পর বছর একই ধরনের কীটনাশক প্রয়োগের ফলে, লেদা পোকার শরীরে প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হচ্ছে। সেই কারণে কীটনাশক প্রয়োগ করে চাষিরা সুফল পাচ্ছেন না। তা ছাড়া এক জন চাষি নিজের জমিতে কীটনাশক প্রয়োগ করছেন, অথচ পাশের জমিটি যাঁর তিনি সে দিন কীটনাশক প্রয়োগ করছেন না। এর ফলে, পোকার আক্রমণ ঠেকানো যাচ্ছে না। পোকা লাগার দু’তিন দিনের মধ্যেই ফসল পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।’’ কৃষি বিজ্ঞানীরা আক্রান্ত সর্ষে খেত পরিদর্শন করে কীটনাশকের প্রয়োগবিধি সম্পর্কে চাষিদের সচেতন করছেন। তবে শীঘ্রই উপযুক্ত মাত্রায় কীটনাশক প্রয়োগ করা না হলে এ বার সর্ষে চাষে ভীষণ রকম ক্ষতির আশঙ্কা করছেন কৃষি বিজ্ঞানীরা।

সর্ষে বাঁচাতে কৃষিবিজ্ঞানীদের পরামর্শ

প্রতি লিটার জলে এ্যাসিফেট ৭৫ % ১.৫ গ্রাম + ০.৫ গ্রাম ডিটারজেন্ট পাউডার মিশিয়ে সন্ধে নামার আগে গাছে প্রয়োগ করতে হবে।

অথবা

১.৫ মিলি প্রফেনোফস ৪০ ইসি + সাইপারমেথ্রিন ৫ ইসি + ২ গ্রাম চিটে গুড় প্রতি লিটার জলের সঙ্গে মিশিয়ে সন্ধে নামার আগে গাছে প্রয়োগ করতে হবে।

অথবা

জৈবিক পদ্ধতিতে লেদা পোকা মারার জন্য ১ গ্রাম
বিটি ৩.৭৫% + ২ গ্রাম চিটে গুড় প্রতি লিটার জলের সঙ্গে মিশিয়ে সন্ধে নামার আগে গাছে প্রয়োগ করতে হবে।

সবং ব্লকের নারায়ণবাড় ৭ গ্রাম পঞ্চায়েতের হরিহরপুর, বীরভানপুর, বাসুদেবপুর, শেল্যা, গোপালচক, নারায়ণবাড় ও শ্যামকিশোর মৌজার প্রায় দু’হাজার একর জমিতে এবার সর্ষে চাষ করেছেন চাষিরা। অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে বি-৫৪ প্রজাতির সর্ষে বীজ বুনেছিলেন চাষিরা। এই প্রজাতির বীজে ষাট দিনের মাথায় ফলন হয়। সর্ষে গাছের শুঁটি বেরোতেই শুরু হয়ে গিয়েছে

লেদাপোকার আক্রমণ। কেমন দেখতে হয় লেদা পোকা? বিভিন্ন মথের লার্ভাকে স্থানীয় ভাষায় লেদা পোকা বলা হয়। খানিকটা কেন্নোর মতো দেখতে ইঞ্চি খানেক লম্বা এই লার্ভার গায়ের রং কালো বা হালকা সবুজ। সর্ষে গাছ বেড়ে উঠলে গাছের পাতায় মথ এসে ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে এই লার্ভা বের হয়। লার্ভাগুলি গাছের কাণ্ড ও পাতা খেয়ে বেড়ে ওঠে। গাছে শুঁটি ধরলে সেগুলিকেই খেতে শুরু করে লার্ভাগুলি। এর ফলে শুঁটির ভিতরে দানা তৈরি হয় না। পুরো চাষটাই নষ্ট হয়ে যায়। প্রতি বছর কীটনাশক প্রয়োগ করে এই পোকা দমন করা হয়। কিন্তু এ বার কীটনাশক প্রয়োগ করেও লাভ হচ্ছে না। দিশেহারা চাষিরা। বিষয়টি অবগত হয়ে সম্প্রতি অসীমবাবুর নেতৃত্বে কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের বিজ্ঞানীরা সবংয়ের ওই এলাকা পরিদর্শন করেন। তাঁদের বক্তব্য, সময়মতো এই পোকা দমন করা না গেলে মাত্র দু'থেকে তিন দিনের মধ্যে পুরো চাষটাই নষ্ট হয়ে যাবে। লেদাপোকা লেগে সবংয়ের হরিহরপুর গ্রামের চাষি মানিককুমার পাড়ই, নরেন্দ্রনাথ পাত্র, বাসুদেবপুরের অনন্ত করণ'দের মতো এলাকার বহু চাষির বিস্তীর্ণ জমির সর্ষে চাষ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। মানিকবাবু ২ একর জমিতে সর্ষে চাষ করেন। তিনি বলেন, ‘‘এ বার কীটনাশক প্রয়োগ করলেও লেদা পোকা মরছে না। তাই আমরা কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। বিজ্ঞানীদের পরামর্শমতো কীটনাশকের মাত্রার তারতম্য ঘটিয়ে সুফল পেয়েছি। কিন্তু যা ক্ষতি হল, সেটা কীভাবে সামাল দেব জানি না।’’

নারায়ণবাড় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান অনিলকুমার পাত্র বলেন, ‘‘সর্ষে গাছ গুলি বেশ লম্বা হয়েছে। কিন্তু পোকা লেগে শুঁটির ভিতরে দানা হচ্ছে না। এলাকার চাষের এই ক্ষতির বিষয়টি কৃষি দফতরকে জানাব।’’ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা উপ কৃষি অধিকর্তা নিমাইচন্দ্র রায় বলেন, ‘‘লেদা পোক লাগলে চাষিদের নির্দিষ্ট কীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে। ক্ষয়ক্ষতি কতটা হয়েছে খোঁজ নিয়ে দেখছি।’’